পাক্ষিক

আহ্‌মদী

একাদশ বর্ষ — অষ্টম সংখ্যা

৩০শে মাহে শাহাদত—১৩২০ হিঃ, শঃ] —— [৩০শে এপ্রিল, ১৯৪১ ইং

بسم الله الرحمن الرحيم—نحمده و نصلى على رسوله الكريم *

هو الناصر

আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের উপায় *

মানসিক পবিত্রা ও খোদা-স্মরণ

[হজরত আমিরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ ছানি (আইঃ)]

(আহমদীয়া জমাতের বর্ত্তমান নেতা)

আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য 'জেক্‌রে-এলাহী' (খোদার নাম-জপ বা গুণাবলী স্মরণ) 'এবং তর্‌বীয়তে নফস্‌ (প্রবৃত্তির বা মনের ট্রেনিং) এই উভয়েরই দরকার। যে ব্যক্তি কেবল জেক্‌রে-এলাহী করে, কিন্তু নফস্‌কে তরবীয়ত করে না সে শুধু জেক্‌রে-এলাহী দ্বারা কোন উপকার লাভ করিতে পারে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি জেক্‌রে-এলাহী করে না, কেবল তরবীয়তে-নফ্‌সের প্রতিই মনোনিবেশ করে সেও তদ্বারা উপকৃত হইতে পারে না। দৈহিক ব্যাপারে যেমন যে ব্যক্তি শুধু ব্যায়াম করে এবং কিছু খায় না সে রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে, আবার যে ব্যক্তি বেশী করিয়া খায়, কিন্তু ব্যায়াম করে না সে-ও রুগ্ন হইয়া পড়ে—অর্থাৎ স্বাস্থ্য ও শক্তি লাভের জন্য যেমন আহার ও ব্যায়াম উভয়েরই প্রয়োজন, তেমনি আধ্যাত্মিক ব্যাপারেও এক পক্ষে মন, চিন্তা ও ইচ্ছাকে পবিত্র করা, পক্ষান্তরে জেক্‌রে-এলাহী, দরুদ-পাঠ (রসুলের এহ্‌সান বা উপকার স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রতি খোদার আশীষ-কামনা) এবং কিছুকাল চুপ করিয়া বসিয়া খোদাকে স্মরণ করা এবং তাঁহার গুণাবলী সম্বন্ধে ধ্যান করাও আবশ্যক। তা'ছাড়া বা-কায়দা বা নিয়মমত নামাজ পড়া এবং নামাজে দোয়া করাও আবশ্যক। নফ্‌সানি-তরবীয়ত আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য খাদ্যের কাজ করে। নামাজের বাহ্যিক অনুষ্ঠান, রোজা, এবং অন্যান্য ধর্ম্মকার্য্য—যথা, চাঁদা-দান, তবলীগ বা প্রচার করা, ইত্যাদিতেও আধ্যাত্মিক শক্তি বৃদ্ধি হয়। দোয়া বা প্রার্থনা এবং মানসিক পবিত্রতা-সাধন এবং জেক্‌রে-এলাহী নূতন শক্তি সৃষ্টি করে এবং পূর্ব্ব-লব্ধ শক্তিকে পরিপুষ্ট করে। এই সবগুলি বিষয় মিলিয়াই আধ্যাত্মিক উন্নতি প্রদান করে। জেক্‌রে-এলাহী এবং তরবীয়তে-নফ্‌স্‌ এই উভয় বিষয়ে উন্নতি করিলেই আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ হইতে পারে, তা'ছাড়া নয়।

আমি দেখিতে পাই, এযুগে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে 'জেক্‌রে-এলাহী' এবং হৃদয়ের পবিত্রতার দিকে লোকের দৃষ্টি খুব কম। আল্লাহ্‌র সহিত সম্বন্ধকে মানুষ সাধারণতঃ এক ব্যবসা স্বরূপ মনে করে। মানুষ মনে করে যে, 'ফর্‌জ' (অবশ্য করণীয় বিষয়) সম্পাদন করিলে পর আর কোন দায়িত্ব তাহাদের উপর থাকে না। কিন্তু 'ফর্‌জ' সম্পাদন করিয়া মানুষ কেবল শাস্তি হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে, পুরস্কার লাভের অধিকারী হইতে পারে না। পুরস্কার লাভ করিতে হইলে 'নফল'-ও (অতিরিক্ত পুণ্য কাজ) সম্পাদন করা আবশ্যক। টাকা মনিঅর্ডার করিতে হইলে গবর্ণমেণ্টকে ফিস দিতে হয়। মনি অর্ডারের ফিস বাবৎ কেহ যদি গবর্ণমেণ্টকে হাজার টাকাও দেয় তবু কি গবর্ণমেণ্ট হইতে সে কোন খেতাব পাইবার অধিকারী হয়? অতিরিক্ত কাজ করিলেই পুরস্কারের ভাগী হওয়া যাইতে পারে। শুধু অবশ্য দেয় ট্যাক্স বা ফিস দিয়া কেহ খেতাবের দাবী করিতে পারে না। উপদ্রবের সময় যদি কেহ শান্তি স্থাপনে সাহায্য করে তবে সে পুরস্কারের অধিকারী হইতে পারে। কারণ এরূপ ব্যাপারে শুধু শান্তি ভঙ্গের কাজে যোগ না দেওয়াই তাহার 'ফরজ' (অবশ্য কর্ত্তব্য) ছিল। কিন্তু সে শান্তি ভঙ্গের কাজে যোগ দেওয়াতো দূরের কথা, বরং অশান্তি নিবারণ কার্য্যে পুলিসকে সাহায্য করিয়াছে এবং এইরূপে অতিরিক্ত সৎকাজ করিয়াছে। তাই তাহার পুরস্কারের দাবী করিবার যুক্তি-সঙ্গত অধিকার হইয়াছে।

মোটকথা, পুরস্কার পাইতে হইলে ফরজের বাহিরেও অতিরিক্ত পুণ্য কাজ করিতে হয়। ফরজ সম্পাদন করিয়া মানুষ কেবল সাজা হইতে বাঁচিতে পারে, কিন্তু খোদার 'কুরব্‌' বা সান্নিধ্য

* ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৪১ তারিখের খোৎবার সার মর্ম্ম—সঃ আঃ

লাভ করিতে পারে না! খোদার কুরব্ বা নৈকট্য 'নফল' বা অতিরিক্ত পুণ্য কাজ দ্বারাই লাভ হইতে পারে। বা-জমাত নামাজ পড়া হইল 'ফরজ'। 'জেক্‌রে-এলাহী' করা, 'এস্তেগফার' বা খোদাতালার নিকট ক্ষমা ও সাহায্য প্রার্থনা, আল্লাহ্‌তালার গুণাবলী সম্বন্ধে ধ্যান করা দৈনন্দিন কাজের ভিতর দিয়া 'তস্‌বিহ্' (খোদার পবিত্রতা ঘোষণা), 'তম্‌হিদ' (খোদার গুণগান) ও 'তকবীর' (খোদার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা) করিতে থাকা তাহা উচ্চৈস্বরেই হউক বা মনে মনেই হউক, এগুলি হইল 'নফল'। এইগুলি মানুষের আত্মার বল সৃষ্টি করে এবং মানুষকে খোদার নিকটবর্ত্তী করিয়া দেয়। রসুল করীম (ছাঃ) বলিয়াছেন, মোমেন নফলের সাহায্যেই খোদাতা'লার 'কুরব্' বা নৈকট্য লাভ করেন। মোমেন নফলে যতই উন্নতি করিতে থাকেন ততই তিনি খোদাতা'লার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকেন। তিনি খোদার দিকে এক পদ অগ্রসর হইলে খোদা তাঁহার দিকে দুই পদ অগ্রসর হইয়া যান, তিনি খোদার দিকে হাটিয়া আসিলে খোদা আরো দ্রুত তাঁহার দিকে হাটিয়া আসেন, তিনি খোদার দিকে দ্রুত হাটিয়া আসিলে খোদা তাঁহার দিকে দৌড়াইয়া আসেন; যে-পর্য্যন্ত-না এমন এক দিন আসে যে, খোদাতালা তাঁহার হাত হইয়া যান যাহা দ্বারা তিনি কাজ করেন, খোদাতালা তাঁহার পা হইয়া যান যাহা দ্বারা তিনি চলেন, খোদাতালা তাঁহার জিহ্বা হইয়া যান যাহা দ্বারা তিনি কথা বলেন, খোদাতা'লা তাঁহার চক্ষু হইয়া যান যাহা দ্বারা তিনি দেখেন, খোদাতালা তাঁহার কাণ হইয়া যান যাহা দ্বারা তিনি শুনেন।

কিন্তু 'এশ্‌ক' বা প্রেম না হইলে উপরুক্ত অবস্থা সৃষ্টি হইতে পারে না। আশেক বা প্রেমিককে লোক সাধারণতঃ পাগল মনে করে—যেমন মজ্‌নু, ফরহাদ ইত্যাদি। অথচ নিবিড় প্রেমের নামই 'এশক্'—যেমন পিতামাতার সন্তানের জন্য হয়। তাঁহাদের হৃদয়ের যে-অবস্থা তাহা কি ফরজ-হিসাবে? ফরজ-মূলক অবস্থা তো প্রভু-ভৃত্যের মধ্যে হয় এবং তাহাদের মধ্যে শর্ত্ত থাকে যে, এই কাজ করিবে, এই কাজ করিবে না। কিন্তু নিজ পরিবারের মধ্যে এরূপ হয় না। সন্তানের ব্যাপারে বা স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারে কি কোন শর্ত্ত থাকে? সামান্য দশ-পনর টাকা বেতনধারী চাকরকে বলিলেও সে সানন্দে পায়খানা পরিষ্কার করিবে না। কিন্তু দশ-পনর হাজার টাকা বেতন-ধারী স্বামী এবং তাহার সম-মর্য্যাদা-বিশিষ্টা স্ত্রীও বিনা-বাক্য-ব্যয়ে পরস্পরের পায়খানা ছাফ করিবে। কোন ভাইসরয় বা বাদশাহরও যদি এরূপ কোন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, স্ত্রী বমি করিয়া দিল এবং ভৃত্য নিকটে নাই, তবে কি তিনি ভৃত্যের অপেক্ষা করিতে থাকিবেন যে, ভৃত্য আসিয়া পরিষ্কার করুক? না, তখন তিনি এরূপ মনে করিবেন না যে, উহা মেথরের কাজ, বরং তিনি নিজেই তাহা পরিষ্কার করিয়া ফেলিবেন। ভালবাসার ব্যাপারে 'ফরজ' বা কর্ত্তব্য বিচার করা হয় না। মোলবীগণ শরীয়তের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া ফেকাহ্‌র কেতাবে স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারে কতিপয় কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছে, যথা—স্বামীর এই ফরজ যে, স্ত্রীকে দুই জোড়া কাপড় এবং খাদ্য সংগ্রহ করিয়া দিবে। গরীবই হউক, আর বাদশাহ্‌ই হউক দুই জোড়া কাপড়ই স্বামীর উপর 'ফরজ'। অথচ কোন কোন স্বামী চায় যে, রোজই তাহার স্ত্রী কয়েক জোড়া কাপড় বদলাউক, আবার কোন কোন স্বামী দুইখানা কাপড়ও দিতে পারে না। অতএব স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারে এরূপ কোন পা-বন্দী বা নির্দ্ধারণ হইতে পারে না। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেকে পরস্পরে অধিক নিকটবর্ত্তী বা প্রিয় হইতে চায়।

মোট-কথা, প্রেমের ব্যাপারে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ হইতে পারে না। স্বামী তাহার স্ত্রীকে যথাসাধ্য আরাম পৌছাইতে চায়, এবং স্ত্রী-ও স্বামীকে যথাসাধ্য খেদমত করিতে চায়। অপরের কথা না বলিয়া আমি নিজের ঘরের কথাই বলিতেছি। কয়েকবারই আমি সাংঘাতিক রোগগ্রস্ত হইয়াছি এবং ঘরেই আমাকে পায়খানা-প্রস্রাব করিতে হইয়াছে। চাকরাণীকে পরিষ্কার করিতে বলিলে সে বলে, এখনি মেথর আসিতেছে সে উঠাইয়া নিবে। কিন্তু আমার স্ত্রী তৎক্ষণাৎ তাহা উঠাইয়া বাহিরে রাখিয়া দিয়াছেন। তাঁহার এই খেয়ালও হয় নাই যে, ইহা মেথরের কাজ। মোট-কথা যেখানে প্রেমের সম্বন্ধ সেখানে 'ফরজ' বা অবশ্য কর্ত্তব্যের বিচার করা হয় না। হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) বলিয়াছেন, জনৈক সুফিকে এক ব্যক্তি কোন 'কলেমা' বা মন্ত্র শিক্ষা দিতে অনুরোধ করিলে তিনি তাহাকে এক কলেমা শিখাইয়া দিলেন। অতঃপর সেই ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, ইহা কতবার পাঠ করিতে হইবে? তদুত্তরে সুফি সাহেব বলেন, "প্রেমাস্পদের নাম কি গণিয়া লইতে হয়?" হজরত মসিহ মাওউদকেও (আঃ) যখন কেহ জিজ্ঞাসা করিত যে, অমুক 'জিক্‌র' (খোদার গুণগান) কতবার করিতে হইবে? তখন তিনি 'ফরজ' ও 'মুন্নত' জিকর ছাড়া অন্যান্য জিকরের ব্যাপারে উত্তর দিতেন, "যতক্ষণ তবিয়ত চায়।" তিনি কখনো সংখ্যা নির্দ্দেশ করিতেন না।

সার-কথা, 'নফল' দ্বারাই মানুষের হৃদয়ে প্রকৃত প্রেম সৃষ্টি হয়। কেবল 'ফরজ' বা অবশ্য কর্ত্তব্য পর্য্যন্তই এবাদত বা উপাসনা সীমাবদ্ধ রাখার অর্থ—খোদাকে প্রভু এবং নিজকে ভৃত্য মনে করা, এর অতিরিক্ত আর কিছু নয়। প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক—তাহা যতই উত্তম হউক না কেন—প্রেমিক-প্রেমাস্পদের পবিত্র সম্বন্ধের মত কখনি হইতে পারে না। প্রেমিক-প্রেমাস্পদের সম্বন্ধ প্রকৃত শান্তি ও সুখের সম্বন্ধ; এবং এই সম্বন্ধ তখনি সৃষ্টি হইতে পারে যখন মানুষ কর্ত্তব্যের সীমা-নির্দ্দেশ ডিঙ্গাইয়া প্রেমের ভাবে বিভোর হয় এবং এই প্রেম বৃদ্ধি করিবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকে। প্রাতঃকালের নমাজ পড়িয়া জুহরের নামাজের অপেক্ষায় থাকিলে এবং জুহরের নমাজ পড়িয়া আছরের নমাজের প্রতীক্ষা করিতে থাকিলে এই প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না। প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইলে সর্ব্বদা খোদার দিকে ধ্যান রাখিতে হইবে। প্রাতঃকালের নমাজের পর যখন কোন দোকানদার যাইয়া দোকান খোলে তখনো তাহার হৃদয়ে খোদা যেন জাগরুক থাকে এবং মনে ও বাক্যে সে যেন খোদার তস্‌বিহ্-তহ্‌মিদ বা গুণগান করিতে থাকে। খরিদ-দারকে জিনিষ মাপিয়া দেওয়ার সময় যেন খোদা স্মরণ থাকে এবং জিনিষ দেওয়ার

পর যেন মনে এই প্রবোধ জন্মে, আমি তাহার হক মারি নাই। কিন্তু এই প্রবোধ জন্মিলে পরও এই ভাবিয়া এস্তেগ্‌ফার বা ক্ষমা-প্রার্থনা করিতে থাকা উচিত যে, হয়-ত আমার কোন ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। ওজন এবং জিনিষ ঠিকঠাক মত দেওয়ার পরও এই আতঙ্কের ভাব মনে থাকা উচিত যে, না-জানি কোন দিক দিয়া কোন ত্রুটি আমার প্রেমাস্পদের অসন্তোষের কারণ হইয়া পড়ে, এবং তজ্জন্য এস্তেগফার করিতে থাকা উচিত। এক কৃষকেরও এইরূপ অবস্থাই হওয়া চাই। পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া হাল-চালনা করার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে আল্লাহ্‌র জেক্‌র (স্মরণ) করিতে থাকা উচিত। মোট কথা যখনি 'মওকা' বা সুযোগ মিলে তখনি খোদাকে স্মরণ করিতে থাকা উচিত। এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইলেই আত্মার শক্তি লাভ হয়, এবং চিত্ত পবিত্র হয় এবং এর ফলেই খোদাতা'লার 'কুর্‌ব' বা নৈকট্য লাভ হয়।

তস্‌বিহ-তম্‌হিদ বা খোদার নাম ও গুণ স্মরণের জন্য হাতে তস্‌বিহ বা মালা লইবার আবশ্যক নাই, বরং জিহ্বা, মন ও মস্তিষ্কের সাহায্যেই খোদাকে স্মরণ করা উচিত। কিন্তু অল্প লোকই এরূপ করে। এই জন্যই আত্মিক পবিত্রতা লাভ হয় না, এবং অল্পতেই পদ-চ্যুতি ঘটে।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মন, মস্তিষ্ক ও চিন্তা ধারা পবিত্র না হওয়া পর্য্যন্ত 'জিক্‌র-আজ্‌কার' দ্বারা (নাম-জপ) কোন লাভ হয় না। হৃদয় ও মনের পবিত্রতা সাধিত না হইলে 'জিক্‌র-আজ্‌কার' দ্বারা খোদার সান্নিধ্য লাভ হইতে পারে না। কেবল মুখে কতিপয় শব্দ উচ্চারণ করাই যথেষ্ট নহে। আল্লাহতা'লা হৃদয়ের পবিত্রতাই দেখেন। হৃদয়ের পবিত্রতা সাধিত না হইলে জিকর-আজ্‌কার দ্বারা বরং অনিষ্ট হয়। বাহ্যি-প্রস্রাবের পাত্রে অতি উপাদেয় শরবত বা খাদ্য রাখিয়া খাইলেও তদ্বারা যেমন মনের আনন্দ বা শরীরের শক্তি লাভ হইবে না বরং স্বাস্থ্য হানিই ঘটিবে, তদ্রূপ যাহার হৃদয় ও মন পবিত্র নহে তাহার জিক্‌র-আজ্‌কারে কোন লাভ হয় না। হৃদয়, মন ও চিন্তার পবিত্রতা এবং জেক্‌রে-এলাহী এই দুইই জরুরী। শুধু একটির প্রতি অধিক আকৃষ্ট হইলে তদ্বারা খোদার নৈকট্য লাভ হইতে পারে না। এই দুইটি মিলিত হইলে খোদাতালার সহিত এরূপ সুদৃঢ় বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয় যে, তখন দুনিয়ার কোন বস্তু সেই ব্যক্তিকে খোদা হইতে জুদা (পৃথক) করিতে পারে না। ঈদৃশ ব্যক্তিকে সমস্ত দুনিয়া ছাড়িয়া দিলেও খোদাতা'লা তাহাদিগকে ছাড়েন না। হজরত ইসাকে (আঃ) যেদিন ক্রুশ বিদ্ধ করা হইয়াছিল তখন কেহ মনে করিতে পারে নাই যে, অতঃপর আর কেহ তাঁহার নাম লইবে। এমন কি, তাঁহার হাওয়ারি বা সহচরগণও তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু খোদাতালার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ দৃঢ় ছিল বলিয়া খোদা তাঁহাকে ছাড়েন নাই। পরিণামে দুনিয়াতে তাঁহার নাম স-সম্মানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তদ্রূপ শত্রুগণ যখন হজরত ইমাম হুসেনকে (আঃ) কারবালার ময়দানে শহীদ করিয়া দেয় তখন কেহ বলিতে পারে নাই যে, তাঁহার নাম আর দুনিয়াতে স-সম্মানে স্মরণ করা হইবে। কিন্তু খোদার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ সুদৃঢ় ছিল বলিয়া তাঁহার নাম সগৌরবে চিরঞ্জীব হইয়া আছে এবং তাঁহার বংশও এত বিস্তৃত হইয়াছে যে, দুনিয়ার সর্ব্বত্রই সৈয়দ-বংশের লোক বিদ্যমান আছেন।

অতএব নিজের অবস্থাকে এরূপভাবে সংশোধন কর যেন, খোদাতা'লার সহিত এক স্থায়ী ও সুদৃঢ় সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এইরূপ সম্বন্ধ স্থাপনের পদ্ধতি আমি বলিয়া দিয়াছি।

অবশেষে তিনি জমাতের লোকদিগকে তবলীগ বা প্রচার-কার্য্যে জোর দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়া বলেন যে, বর্ত্তমানে আমাদের জমাত হইতে তফ্‌ছিরে-কবির নামক কোরানের যে তফছির প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দ্বারা তবলিগেরও বেশ সুবিধা হইয়াছে। প্রত্যেকেই এই তফ্‌ছির নিজ নিজ বন্ধুগণের নিকট বিক্রি করিবার জন্য লইয়া যাইতে পারেন এবং তাহাতে তবলিগের সুযোগ সৃষ্টি হইতে পারে। কেহ কেহ এই তফ্‌ছির নিজে খরিদ করিয়া সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে উপহার দিতে প্রস্তাব করেন। কিন্তু তিনি সে-প্রস্তাব অমঞ্জুর করিয়া বলেন, যে-পর্য্যন্ত তোমরা ইহা বিক্রি না করিবে, বা বিক্রি করিতে লজ্জা বোধ করিবে সে-পর্য্যন্ত তোমাদের 'নফ্‌স্' (প্রবৃত্তি, রিপু) মরিবে না। নিজে খরিদ করিয়া অপরের নিকট বিনা মূল্যে বিতরণ করিলে সেই পুণ্য খোদার জন্য হইবে না, বরং মানুষের জন্য হইবে। অতএব জমাতের লোকগণ যদি নিজ নিজ বন্ধুগণের নিকট ইহা বিক্রি করিতে যান তবে হাজার হাজার লোককে তবলিগ করিবার সুযোগ হইবে। অবশ্য কেহ কেহ গালিও দিবে, কেহ কেহ মন্দও বলিবে, কিন্তু কেহ কেহ হেদায়ত-ও পাইবে। এরূপ দেখা গিয়াছে যে, কেহ হজরত মসিহ মাওউদের (আঃ) কেতাব খরিদ করিয়া নিজে মরিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সেই কেতাবের সাহায্যে তাঁহার পৌত্র হেদায়ত পাইয়াছেন। অতএব বন্ধুগণের তবলীগের দিকেও জোর দেওয়া উচিত।

অদূর ভবিষ্যতের ভয়ঙ্কর ধ্বংস-লীলা হইতে জগতকে রক্ষা করিবার উপায় *

[হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ সানি (আইঃ)]

(আহমদীয়া জমাতের বর্ত্তমান নেতা)

সর্ব্বপ্রথমেই আমি জমাতের বন্ধুগণকে পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, এই সময় অতি ভয়ঙ্কর সঙ্কটের সময়; বর্ত্তমানে প্রত্যহ হাজার হাজার লোকের প্রাণ নাশ হইতেছে। অন্যের অবস্থা দেখিয়া যাঁহারা সতর্কিত হন তাঁহারাই বুদ্ধিমান। বিপদ আসিয়া উপস্থিত হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। অনেক লোক আছে, যাহারা অপরের দুঃখ দেখিয়া হাসে। ফলে খোদাতালার আজাব বা শাস্তি তাহাদের উপর পতিত হয়। তখন তাহারা রোদন-ক্রন্দন করে এবং খোদাতা'লার সমীপে প্রার্থনা করে। কিন্তু তাহাদের তখনকার প্রার্থনা গৃহীত হয় না। খোদাতালার ফেরেস্তাগণ তখন তাহাদিগকে বলে, অন্যেরা যখন মরিতেছিল তখন তোমরা হাসিতেছিলে; এখন তোমাদের সম্মুখে যখন মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছে তোমরা রোদন-ক্রন্দন আরম্ভ করিয়াছ, ঐ লোকগণ কি খোদাতা'লার বান্দা ছিল না?" বস্তুতঃ, **যে-ব্যক্তি অন্যের মৃত্যুতে আনন্দিত হয়, বা বে-পরওয়া ভাব অবলম্বন করে, খোদাতা'লা তাহার দোয়া কবুল করেন না।**

হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) এরূপ লোকের একটি ঘটনা শুনাইতেন। তিনি বলিতেন, এক স্থানে এক বার কলেরার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল; বহু মানুষ মরিতেছিল। তখন মৃত ব্যক্তিদের 'জানাজা' বা আত্মার মঙ্গল কামনার জন্য লোক একত্রিত হইলে এক ব্যক্তি বলিয়া ফিরিত, "লোক কেবল খায়ই খায়, একটুও পরহেজ্‌ বা বাছ্‌-বিচার করে না; আমি তো একটি রুটির বেশী খাই না, কিন্তু মানুষ খাইতে বসিলে পেটে কেবল ঠোসেই ঠোসে; ফলে কলেরা হইয়া মারা যায়।" কোথায় এই ব্যক্তির উচিত ছিল, মৃত ব্যক্তিকে দেখিয়া ভীত হওয়া বা তাহার আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করতঃ তাহাদিগকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করা আর কোথায় সে তাহাদের 'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা' দিয়া তাহাদের ব্যথিত হৃদয়কে আরো ব্যথিত করিয়া দিল। অবশেষে কিছুদিন পর আর একটি মৃতদেহ আসিল এবং লোক জানাজার জন্য একত্রিত হইল। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, 'এ কাহার জানাজা?' এক ব্যথিত ব্যক্তি উত্তর করিল, 'ইহা সেই এক রুটি ভক্ষণকারীর জানাজা'। বস্তুতঃ, কাহারো বিপদের সময় কোন ব্যক্তি যে প্রকার উক্তি করে, ঠিক তদ্রূপ উক্তিই খোদাতালার ফেরেস্তাগণ সেই ব্যক্তির জন্য করিয়া থাকে।

সুতরাং মোমেনের হৃদয়ে সর্ব্বদাই 'খাশিয়তুল্লাহ্‌' বা খোদা-ভীতি থাকা উচিত এবং দুনিয়াতে কোন আজাব উপস্থিত হইলে তাহাতে সন্ত্রস্ত হওয়া উচিত। হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (ছাঃ) অপেক্ষা খোদাতালার আজাব হইতে অধিকতর নিরাপদ আমাদের মধ্যে কেহই নহে। হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফার (ছাঃ) ন্যায় আল্লাহতা'লার 'ফজল' বা অনুগ্রহের অধিকারী আমাদের মধ্যে কেহই নহে। কিন্তু রসুল করিমকেও (ছাঃ) দেখা যায় যে, বৃষ্টি আসিলে, বিদ্যুৎ চমকিলে কিংবা মেঘ গর্জ্জিলে তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া কখনও ঘরের বাহিরে কখনও ঘরের ভিতরে যাইতেন। কেহ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, এইরূপ বৃষ্টি-বাদলের ভিতর দিয়াও অনেক সময় খোদার গজব অবতীর্ণ হয়।

একবার ভাবিয়া দেখ তাঁহার হৃদয়ে খোদার ভয় কত ছিল, তিনি খোদার নবি ছিলেন, অপরকে আল্লার আজাব হইতে সাবধান করিবার জন্য আসিয়াছিলেন, আজাব অবতীর্ণ হইলেও তাহা অপরের উপরই হইত, তাঁহার উপরে নহে। কিন্তু যাহাদের উপর আজাব নাজিল হওয়ার ছিল তাহারা তো ঘরে নিশ্চিন্ত মনে বসিয়াছিল, আর যাহার সাহায্যার্থ এই আজাব নাজিল হওয়ার ছিল তিনি সন্ত্রস্ত হইয়া কখনও ঘরের বাহিরে কখনও ঘরের ভিতরে যাইতেন এবং বৃষ্টি বর্ষণ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি শান্ত হইতেন না। খোদার আজাবকে তিনি যেমন ভয় করিতেন তাঁহার অনুগ্রহকেও তিনি তেমন আদর করিতেন। একবার কিছুদিন বৃষ্টি বন্ধ ছিল; কিছুকাল পর আকাশে মেঘ দেখা দিল এবং এক ছিটা বৃষ্টি হইল। তিনি প্রাঙ্গনে যাইয়া জিহ্বা বাহির করিয়া সেই বৃষ্টির ছিটা গ্রহণ করিয়া বলিলেন, ইহা আমার প্রভুর তাজা অনুগ্রহ। এই হইল মোমেনের লক্ষণ যাহার ফলে তিনি খোদার অনুগ্রহ ভাজন হন এবং তাঁহার গজব হইতে রক্ষা পান।

অতএব যাহারা আল্লার অনুগ্রহের সমাদর করে না—রসুল করিম (ছাঃ) এক ফোটা বৃষ্টির যত কদর করিয়াছিলেন যাহারা শান্তিপূর্ণ ২০ বৎসরেরও ততটুকু কদর করে না, তাহাদের আল্লার আজাবকে ভয় করা উচিত। রসুল করিম (ছাঃ) তো মেঘের গর্জ্জনে ভিত হইয়া যাইতেন এবং ভাবিতেন যে, ইহার পিছনে আল্লার কোন আজাব নিহিত না হয়, কিন্তু তোমাদের চক্ষুর সম্মুখে হাজার হাজার লোক মারা যাইতেছে, হাজার হাজার সহর উৎসন্ন হইতেছে, দুনিয়াতে মহা ধ্বংস সাধন হইতেছে, কিন্তু তোমাদের কোন পরওয়া নাই এবং তোমরা অপেক্ষায় আছ সেই দিনের যখন তোমাদের সহরেও বোমা বর্ষিত হইবে, তোমাদের গৃহ বিধ্বস্ত হইবে তোমাদের সন্তান-সন্ততি নিধন প্রাপ্ত হইবে এবং তোমরা চক্ষের সম্মুখে ইহা দেখিবে।

বস্তুতঃ বর্ত্তমান সময় বড়ই ধ্বংসের সময় এই সময়ে অত্যন্ত খোদা-ভিতি ও খোদা-প্রিতির আবশ্যক। মোমেনের কখনও এই কথা

* ১৮ই এপ্রিল তারিখের খোৎবার কিয়দংশের অনুবাদ—সঃ আঃ।

মনে করা উচিৎ নহে যে, এই বিপদ তাহার জন্য নহে অপরের জন্য। রসুল করিম (ছাঃ) মেঘ দেখিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করিতেন। তিনি কি এই ভয় করিতেন যে, এই আজাব তাহার উপর নাজেল হইতে পারে? তিনি জানিতেন, আজাব অবতীর্ণ হইলে অপরের উপরই হইবে, কিন্তু তিনি ইহা ও জানিতেন যে, তিনি সেই দুনিয়াতেই আছেন যে দুনিয়াতে তাহার অন্যান্য ভাইগণ আছেন! তাই তিনি সন্ত্রস্ত হইতেন, এবং ত্রাসে কখন কামরার বাহিরে কখন কামরার ভিতরে যাইতেন। আমরা তাঁহারই অনুসরণকারী হইয়া বর্ত্তমানে এইরূপ মহা গজব অবতীর্ণ হইতে দেখিয়া কি আনন্দিত হইতে পারি এবং এই কথা বলিতে পারি যে এই আজাব আমাদের জন্য নহে অপরের জন্য? কোন বাড়ীতে আগুন লাগিলে সেই বাড়ীর অধিবাসিগণ কি এই মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে যে আগুণ অপর কামরায় আছে আমাদের কামরায় আসিবে না? এমতাবস্থায় দুনিয়ার এক অংশে খোদার অতুলনীয় গজব নাজিল হইতে দেখিয়া আমরা কি করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি?

এই আজাব তো কোরানের বর্ণিত ঠিক সেই আজাব বলিয়াই বোধ হয় যাহার কথা আল্লাহতালা খৃষ্টান জাতিকে তাহাদের আকাশ হইতে "মাংদা" (খাদ্য) চাওয়ার সময় জানাইয়াছিলেন। আল্লাহতালা বলিয়াছিলেন, যদি তাহারা (অর্থাৎ খৃষ্টানগণ) আমার "মায়দার" মর্য্যাদা রক্ষা না করে তবে আমি তাহাদের উপর এমন আজাব নাজিল করিব যাহার তুলনা দুনিয়াতে পাওয়া যাইবে না। সেই আজাবই আমরা আমাদের চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছি এবং দুনিয়াও এই কথা স্বীকার করিতেছে যে, ইতিপূর্ব্বে দুনিয়াতে আর কখনও এইরূপ ধ্বংস-লীলা সাধিত হয় নাই। ইহা কোরানের সত্যতার এক শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। ঠিক সেই সকল শব্দই আজ প্রায় প্রত্যহ খৃষ্টানগণ ব্যবহার করিতেছে যাহা কোরান-করীম ব্যবহার করিয়াছিল। খৃষ্টানগণ আজ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছে যে, দুনিয়াতে আজ এরূপ আজাব অবতীর্ণ হইয়াছে যাহার তুলনা ইতিহাসে পাওয়া যায় না। একবার দুইবার নয়, সহস্র বার একথা স্বীকার করা হইয়াছে। আর শুধু অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা বা কানাডায় নয়, দুনিয়ার সর্ব্বত্র একথা স্বীকার করা হইয়াছে যে, আজ দুনিয়াতে খোদার এরূপ কোপ প্রকাশিত হইতেছে এবং এরূপ সর্ব্বনাশ ও ধ্বংস সাধিত হইতেছে যাহার তুলনা ইতিহাসে খুজিয়া পাওয়া যায় না।

সুতরাং এরূপ অবস্থায় বহু প্রার্থনার আবশ্যক। আগামী ছয় মাস অতি ভয়ঙ্কর কাল। দুনিয়া যদি এই ছয় মাসের প্রলয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা হইতে রক্ষা পায় তবে মনে করিতে হইবে যে, খোদাতা'লা দুনিয়ার উপর এরূপ করুণা করিলেন যাহার তুলনা নাই। এই আজাবের যেমন কোন তুলনা ইতিহাসে খুজিয়া পাওয়া যায় না তেমনি আগামী ছয় মাস নিরাপদে অতিবাহিত হইলে আল্লাহ্‌তা'লার এই করুণার তুলনাও জগতের ইতিহাসে খুজিয়া পাওয়া যাইবে না। কেননা, এত বড় অভিশাপের পর দুনিয়াকে রক্ষা করা সেই রহীম ও করীম খোদারই কাজ, কোন মানবের সাধ্য নাই যে, এই আজাবকে দূর করে। সুতরাং দোয়া কর এবং খুব বেশী করিয়া দোয়া কর যেন আল্লাহতা'লার অনুগ্রহ-ভাজন হইতে পার এবং একথা খুব ভাল করিয়া স্মরণ রাখিও যে, যে-ব্যক্তি অপরের প্রতি 'রহম' বা দয়া প্রদর্শন করে খোদাও তাহার প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন। পক্ষান্তরে যে-ব্যক্তি অপরের প্রতি কঠোর-মনা হয়, খোদা এবং তাঁহার ফেরেস্তাগণও সেই ব্যক্তির প্রতি কঠোর-মনা হইয়া যান।

এই যুদ্ধে আমাদের জমাতের অনেক ভ্রাতাও শামেল আছেন। এইমাত্র জুমার নামাজে আসিবার কালে এক আহমদী ভ্রাতার দোয়ার জন্য টেলিগ্রাম পাইলাম। তাহার এই টেলিগ্রাম পাইয়া মনে হইল, আমাদের সেই ভাইটি সহস্র সহস্র মাইল দূরবর্ত্তী ভীষণ যুদ্ধ-ক্ষেত্র হইতে কত আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছে যে, তাঁহার নিরাপত্তার ও কৃতকার্য্যতার জন্য দিন-রাত তাহার ভাইগণ দোয়া করিতেছে। কিন্তু তোমরা একবার ভাবিয়া দেখ, তোমরা কি তাহার আশা পূর্ণ করিতেছ? তোমরা কি বাস্তবিকই দিবা-রাত্র ব্যথিত-চিত্তে তাহার জন্য দোয়া করিতেছ? তোমাদের সেই ভাইটি এমন এক জায়গায় আছেন যেখানে চতুর্দ্দিকে বোমা বর্ষিত হইতেছে, হাজার হাজার লোক এক এক দিনে সংহার হইতেছে। এরূপ বিপদ-সঙ্কুল স্থানের প্রত্যেক আহমদী ভ্রাতা তোমাদের প্রত্যেকের নিকট এই আশা পোষণ করেন যে, তোমরা তাহাদের জন্য দোয়া করিতেছ। এমতাবস্থায় কত পাষণ্ড সেই ব্যক্তি যাহার নিজের ভাই যুদ্ধে লিপ্ত আছে, অথচ সে অপরের মৃত্যু দেখিয়া খুসী হয়, জগতের ধ্বংস দেখিয়া হাসে এবং নির্লজ্জের মত বলে, খুব মজা হইয়াছে। এরূপ ব্যক্তির চেয়ে কঠোর-হৃদয় কি আর কেহ হইতে পারে? এরূপ ব্যক্তির চেয়ে খোদার কোপ প্রজ্বলনকারী কি আর কেহ হইতে পারে?

তোমাদের উপর সেই ব্যক্তির আশা, আস্থা ও বিশ্বাসের কথা একবার ভাব এব তোমাদের কোন কোন ব্যক্তির সেই জালেম-উচিত কার্য্যের কথাও ভাব। হাজার হাজার মাইল দূর হইতে এক ব্যক্তি তোমাদের দোয়াকে তাহার হেফাজত বা রক্ষার উপায় মনে করিতেছে, আর তোমাদের মধ্যেই কেহ কেহ এরূপ কার্য্য করিতেছে যাহা জঘন্য নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক। আজকাল তো এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমাদের মনে শান্তি হওয়া উচিত নহে। প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের জিহ্বায় দোয়া উচ্চারিত হইতে থাকা উচিত। আমার নিজের অবস্থা তো এই যে, রাত্রিতে যখন শয়ন করি তখন আমার হৃদয় কাপিয়া উঠে এবং কয়েক ঘণ্টা ব্যাপিয়া নিদ্রা আসে না এবং তখন আমি দোয়া করিতে থাকি। কিন্তু এইরূপ দোয়া করা সত্ত্বেও খোদার নিকট দায়িত্ব-মুক্ত হইয়াছি বলিয়া মনে প্রবোধ হয় না এবং বর্ত্তমান বিপদ ও সঙ্কটে পতিত ভ্রাতাগণ আমার নিকট যতটুকু দোয়ার প্রত্যাশা করে ততটুকু দোয়া করিয়াছি বলিয়া আমার মনে সান্ত্বনা হয় না।

ইউরোপে আহমদীয়তের ভবিষ্যৎ

ইসলামের সামাজিক শিক্ষা

পঞ্চম পরিচ্ছেদে

[মৌলবী এ, এফ, খাঁ চৌধুরী বি-এ, বি-টি, এইচ-ডিপ্-এড (ডব্লিন)]

বহু বিবাহ

পাশ্চাত্যে ইসলামের বিরুদ্ধে আর একটী অভিযোগ এই যে, উহা বহু বিবাহ সমর্থন করিয়াছে। সে দেশে প্রায় সকল শিক্ষিত সুধীবৃন্দই মোসলেম সমাজে নারীর উচ্চ স্থান স্বীকার করেন। কিন্তু যখন তাহারা শুনিতে পান যে ইসলাম বহু বিবাহ সমর্থন করে তখন তাহাদের ইসলামের প্রতি এক তীব্র ঘৃণা ও বিতৃষ্ণার ভাব সৃষ্টি হয়। খৃষ্টান সাময়িক পত্রেও এ সম্বন্ধে বহু আলোচনা ও বাদানুবাদ হইয়াছে, এবং কাহারও কাহারও মতে এই বহু বিবাহ প্রথাই মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়ে খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচারের প্রধান অন্তরায়।

বহু বিবাহের তাৎপর্য্য

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই প্রশ্ন উঠে বহু বিবাহ কাহাকে বলে। বহু বিবাহ দুই প্রকার—সমসাময়িক বহু স্বামী গ্রহণ ও **সমসাময়িক** বহু স্ত্রী গ্রহণ। সমসাময়িক বহু স্বামী গ্রহণ, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ, তিব্বত ইত্যাদি জনপদ সমূহে প্রচলিত ছিল। এই প্রথার সমালোচনা স্থানান্তরে দেখিতে পাইবেন। রহিল কেবল সমসাময়িক বহু স্ত্রী গ্রহণ। এই প্রথা আইন সঙ্গত বা বেআইনী ভাবে পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল এবং আছে। পাঠক লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, আমরা সমসাময়িক শব্দটীকে বিশিষ্ট করিয়াছি। যেহেতু আমাদের মতে যদি যদি কোন স্বামীর একাদিক্রমে (Successively) ২০ জন স্ত্রীও থাকে তবুও তাহাকে বহু পত্নীক স্বামী বলা হইবে না। তাহাকে এক পত্নীক স্বামীই বলা যাইবে।

প্রকার ভেদ

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই প্রথাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। (ক) আইন সঙ্গত বহু বিবাহ (খ) বে-আইনী বহু বিবাহ, যদিও এরূপ বহু বিবাহ সম্পূর্ণ সমাজ অনুমোদিত। আইন সঙ্গত বহু বিবাহ প্রাচীন কালে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সকল সভ্য জনপদে বিরাজ করিত। এমন কি, জগতের বহু অনন্যসাধারণ মহাপুরুষ ও মনীষীবৃন্দও বহু বিবাহ প্রথার সমর্থন ও ব্যক্তিগত জীবনে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ, দাউদ, সোলায়মান এব্রাহীম (আঃ) প্রমুখ মনীষি বহু বিবাহ করিয়া গিয়াছেন। যদি বহু বিবাহ ঘৃণিত ও গর্হিত কাজ হইত, তবে কখনও এই অনন্যসাধারণ মহাত্মাগণ এরূপ করিতেন না। আমাদের মতে জগতের অধিকাংশ মনীষী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে বহু বিবাহ করিয়া গিয়াছেন।

রহিল কেবল হজরত ঈসার (আঃ) কথা। হজরত ঈসা (আঃ) কোথাও বহু বিবাহ প্রথাকে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য দেখান নাই। তাঁহার উক্তি "One man for one woman"কে অনুশাসণ (Imperative) মূলক বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে না, ব্যক্তিগত "ইচ্ছামূলক" (Recommendatory) বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। প্রাচীন ঐতিহাসিকগণের মতে যীশুখৃষ্টের সমসাময়িক ইহুদীদিগের মধ্যে ইহা এত বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল যে, বহু বিবাহ বনাম ব্যভিচারে পরিণত হইয়াছিল। সমাজ সংস্কারের প্রথম সোপান বহু বিবাহকে যথাসম্ভব ন্যূনকরণ। সেই কারণেই যীশুখৃষ্ট এই "ইচ্ছামূলক" অনুশাসন প্রচার করিয়াছিলেন। যীশুখৃষ্ট ও আহমদী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হজরত আহমদের (আঃ) মতে সাধারণ নিয়মে এক স্বামীর এক স্ত্রী থাকিবে। কিন্তু সময়, ব্যক্তি ও জাতি বিশেষে Extra-ordinary or normal case দুই বা ততোধিক পত্নীর পাণি গ্রহণ করা সম্পূর্ণ আইন ও বিবেকসঙ্গত। উনবিংশ শতাব্দীতে মার্কিণে মরমন (Mormon) নামীয় এক খৃষ্টান সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল। তাহাদের মতে বহু বিবাহ সম্পূর্ণ খৃষ্টের নীতি সম্মত ও যীশুখৃষ্টের অনুমোদিত। তাহারা কেবল এই নীতি প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, নিজেরা একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিতেন, এবং অন্যকেও এরূপ করিতে উপদেশ দিতেন। এতদ্ব্যতীত "এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকা" গ্রন্থ পাঠে মনে হয় মধ্যযুগে বহু খৃষ্টান নরপতি ও উচ্চ পদস্থ ধর্ম্মযাজক মণ্ডলী পোপের সম্মতি লইয়া একাধিক পত্নী গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বে-আইনী বহু বিবাহ

অতঃপর বে-আইনী অথচ লোকাচার সম্মত বহু বিবাহের কথা ধরা যাউক। এরূপ বে-আইনী লোকাচার সম্মত বিবাহ প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে জগতের সকল সভ্য দেশে অপ্রতিহত গতিতে চলিয়া আসিতেছে। কোন কোন দেশে এরূপ বিবাহকে আদৌ দোষণীয় বলিয়া মনে করা হয় না। যথা জাপান ও চীন দেশে। পার্থক্য এই যে আইনী বিবাহ শাস্ত্রসম্মত ও বে-আইনী বিবাহ লোকাচার সম্মত। ঐ সকল দেশে ধনী গৃহে একজন ধর্ম্মপত্নীকে গৃহে রাখিয়া বে-আইনী (কিন্তু অবৈধ নহে) ভাবে দুই বা ততোধিক স্ত্রীর সহিত সঙ্গ করা সম্পূর্ণ বিবেক-সঙ্গত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এরূপ বিবাহে অনেক সময় বিবাহিত স্ত্রীর মৌন সম্মতিও থাকে।

বহু বিবাহের সার্থকতা

প্রশ্ন হইতে পারে, বহু বিবাহের বাস্তবিকই কি কিছু সার্থকতা আছে? উত্তরে বলিতে হয় **অবস্থা বিশেষে** নিশ্চয়ই ইহার সার্থকতা আছে। তবে যে স্বামী কেবল পাশব প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া বহু বিবাহ করে সে মানব নামের অযোগ্য।

তাহাকে অন্য কথায় দ্বিপদ বিশিষ্ট পশু বলা যাইতে পারে। এখন প্রশ্ন উঠে "অবস্থা বিশেষ" কথাটীর তাৎপর্য্য কি? প্রাচুর্য্য হিসাবে এই শব্দটীর দুই দিক আছে। যথা (ক) জাতিগত জীবনে (খ) ব্যক্তিগত জীবনে।

(ক) জাতিগত জীবনে বহু বিবাহ

জাতিগত জীবনে বহু বিবাহ কথার অর্থ আমরা এই বুঝি যে, কোন কোন সম্প্রদায় বা জাতির শৈশব অবস্থায় এরূপ সময় আসে যখন বহু বিবাহ একপ্রকার অবশ্যম্ভাবী ও অবশ্যকরণীয় হইয়া পড়ে। সে কারণ আবার দুই প্রকার (ক) প্রাকৃতিক বা নৈসর্গিক (খ) অপ্রাকৃতিক বা মানুষ রচিত। প্রাকৃতিক কারণ—যথা ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ইত্যাদি। অনৈসর্গিক কারণ যুদ্ধ, বৈদেশিক শত্রুর আগমনে অত্যাচার উৎপীড়ণ, অরাজকতা, বিপ্লব ইত্যাদি। এই সকল কারণে অনেক সময় সুযোগ্য পাত্রের অভাব হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় সমাজের বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা রক্ষা করিতে হইলে মাত্র দুইটী পন্থা রহিয়াছে—যথা (ক) ব্রহ্মচর্য্য পালন (খ) বহু স্ত্রী গ্রহণ ব্রহ্মচর্য্য পালনের বিপক্ষে যুক্তি এই যে, ইহা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়া সমাজের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর। ফ্রান্সের জার্ম্মাণীর নিকট পরাজয়ের একটী প্রধান কারণ ইহাও যে জন্মনিরোধ বহুল পরিমাণে অভ্যাস করায় এই দেশের লোক-সংখ্যা যথেষ্ট হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল (১) এবং সে জন্যই যাহাতে ভবিষ্যতে ঐ দেশে লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি পায় তাহার বহুল চেষ্টা চলিতেছে।

(খ) ব্যক্তিগত জীবনে বহু-বিবাহ

ব্যক্তিগত জীবনে বহু বিবাহের আবশ্যকতা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। ইসলাম যেহেতু সার্ব্বভৌমিক ও সার্ব্ব-জনীন ধর্ম্ম তজ্জন্যই ইহাতে সর্ব্বকালের ও সকল অবস্থার বিধিব্যবস্থা বর্ত্তমান আছে। যদি ইসলাম কোন কাল বিশেষ বা ব্যক্তি বিশেষের ধর্ম্ম হইত তবে এরূপ বিধিব্যবস্থার আবশ্যকতা থাকিত না। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কোন্ অবস্থায় ও কি কি কারণে বহু বিবাহের আবশ্যকতা স্বীকার করিতে হয়।

(ক) শারিরীক অসুস্থতা

স্ত্রী এরূপ স্থায়ী রোগে আক্রান্ত হইতে পারে, যাহা হইতে আরোগ্য লাভ করা একরূপ অসম্ভব। উদাহরণ স্বরূপ উন্মাদ, মৃগী, অন্ধত্ব, দুর্ব্বলতা ইত্যাদি। এই সকল রোগে দাম্পত্য-জীবনের সকল কর্ত্তব্য সুচারুরূপে নিষ্পন্ন করা একরূপ অসম্ভব। এমত অবস্থায় দুর্ভাগ্য স্বামীর জন্য তিনটী পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে :—

(১) ব্রহ্মচর্য্য পালন

ইহা যদিও আদর্শ পন্থা কিন্তু কোন ঋষি ও দেব-তুল্য ব্যক্তিদিগের পক্ষেই এই নিয়ম সম্পূর্ণ পালন করা সম্ভবপর। কিন্তু দেশ ও জাতির কল্যাণ, উন্নতি ও প্রসারের দিকে দৃষ্টি রাখিলে এরূপ ব্যবস্থা আদৌ সমর্থনীয় নহে। অন্তঃকরণ, দুর্ব্বহ দুঃখ যাতনায় অভিভূত হওয়ার দরুন এরূপ ব্যক্তির পক্ষে সংসার জীবন সম্যকরূপে নির্ব্বাহ করাও অনেক সময় কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে। এরূপ অবস্থায় দারান্তর গ্রহণ ব্যতীত আর কি উপায় থাকিতে পারে।

(২) চরিত্রহীনতা

স্ত্রীর স্থায়ী অসুস্থতার দরুণ ইন্দ্রিয়ের সাধারণ বৃত্তি চরিতার্থ করিতে অসমর্থ হওয়ায় এই সকল ব্যক্তি অনেক স্থলে চরিত্রহীন হইয়া পড়ে, অন্ততঃ তাহাদের চরিত্রে পদস্খলনের আশঙ্কা থাকে যথেষ্ট। এমত অবস্থায় একাধিক বিবাহ ব্যতীত অন্য কোন গত্যান্তর নাই।

(৩) স্ত্রীবর্জ্জন

অন্য উপায় এই যে প্রথম স্ত্রীকে তালাক দেওয়া এবং তৎস্থলে দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করা। যেরূপ ইংলণ্ডে রাজা অষ্টম হেনরী, এবং ফরাসী সম্রাট প্রথম নেপোলিয়ান করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা কি নিষ্ঠুরতা ও নির্দ্দয়তার পরিচায়ক নহে? যৌবনের প্রারম্ভে সুস্থ অবস্থায় কোন নারীর সহিত অতিবাহিত করিয়া তাহার সায়াহ্নে ও অসময়ে তাহাকে বিসর্জ্জন করা ইহাই কি মনুষ্যত্ব? যদি না হয় তবে সমসাময়িক দ্বিতীয় বা তৃতীয় পত্নী গ্রহণ করা দোষের কেন?

(খ) উত্তরাধিকারী বা বংশ রক্ষা

বহু বিবাহের দ্বিতীয় কারণ বংশ রক্ষা। বংশ রক্ষা করিবার একটী উদ্দাম ও তীব্র আকাঙ্খা প্রত্যেক সাধারণ প্রকৃতিগত মনুষ্যের মধ্যেই আছে। "আমার মরিবার পর বংশে বাতি দিবার যেন কেহ থাকে" এরূপ ইচ্ছা সকলের মনেই জাগ্রত হয়। 'তুমি নির্ব্বংশ হও' ইহা প্রাচীন আরব ও ভারতবর্ষের এক অসহনীয় অভিসম্পাত বলিয়া পরিগণিত হইত। আহমদীয়াত বা প্রকৃত ইছলাম ব্যক্তি বিশেষের এরূপ মনোভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই বহু বিবাহে অনুমতি দিয়াছে, যেন প্রকৃত "মোমেন" (বিশ্বাসী) নির্ব্বংশ হইয়া না মরে।

(গ) বিবিধ

ইহা ব্যতীত আরো বহু কারণ এরূপ থাকিতে পারে যে-জন্য বহু বিবাহ সমাজের পক্ষে অশেষ হিতকর হইয়া থাকে—যথা কোন নিরাশ্রয় রমণীকে সম্মানের সহিত আশ্রয় দান, নবদীক্ষিত তজ্জন্য গৃহতাড়িত মোসলেম রমণীর গ্রাসাচ্ছাদনের বন্দোবস্ত, রাজনৈতিক সখ্য স্থাপনের জন্য বহু বিবাহ—ইত্যাদি।

উপরিউক্ত যুক্তি তর্ক-হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে বহুবিবাহ স্থান ও পাত্র বিশেষে সামাজিক পবিত্রতা রক্ষার জন্য অত্যাবশ্যকীয়। যে-সমাজে এই বহু বিবাহের অনুমোদন ও প্রচলন নাই সে-সমাজের ভবিষ্যৎ কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন ও তিমিরাবৃত (১) সে-সমাজ বাস্তবিকই অনুকম্পার পাত্র।

---

(১) ইদানিং জাপান, ইতালী, জার্ম্মানী ও রুশিয়া লোক সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে বহু উপায় অবলম্বন করিয়াছে যথা, স্ত্রী-পুরুষের বিবাহের বয়স হ্রাস করণ, অবিবাহিত পুরুষ ও অবিবাহিতা নারীর উপর করধার্য্য করণ, বহু সন্তান-সন্ততির জনক-জননীর জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা ইত্যাদি। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতের এক দল শিক্ষাভিমানী যুবক জন্ম নিরোধের সপক্ষে বক্তৃতা দানে আকাশ কাটাইতেছেন। হায়! কবে ইহাদের চক্ষু খুলিবে!

বিধি-ব্যবস্থা

প্রশ্ন হইতে পারে বহু বিবাহের কোন ধর্ম্মিয় বিধি-ব্যবস্থা আছে কি? এবং এরূপ বিধি-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা আছে কি-না। হজরত আহমদের (আঃ) শিক্ষা এই যে, বহু বিবাহ কদাচিৎ ও বিশেষ কারণে ও বিশেষ স্থলে করিতে হইবে।" "বহু বিবাহ খাদ্য নহে ঔষধি।" ইহাকে বিলাসিতা ও ইন্দ্রিয় চরিতার্থের একটী উদ্দাম পন্থা ও প্রয়াস মনে করিলে চলিবে না। স্বামীর আর্থিক অবস্থা যদি স্বচ্ছল না হয় তবে বহু বিবাহ করিবার অধিকার স্বামীর নাই। যথাসম্ভব প্রথমা স্ত্রীর জ্ঞাতসারে দ্বিতীয় বিবাহ করা উচিত।

বিবাহের পর উভয় স্ত্রীর সহিত নিরপেক্ষ ও অবিচলিত ব্যবহার করিতে হইবে। সন্দেহ স্থলে প্রথমা স্ত্রীর দাবীই অগ্রগণ্য হইবে। পালাক্রমে উভয়ের কক্ষে বা গৃহে বসবাস করিতে হইবে। দান-দক্ষিণা সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ও নির্লোপ হইয়া করিতে হইবে। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় স্বামীর আচার ব্যবহারে যেন প্রত্যেক স্ত্রী মনে করেন যেন তাহাকে তাহার স্বামী অধিক ভালবাসেন। লক্ষ্য রাখিতে হইবে, ন্যায়-সঙ্গত ভাবে কাহারও কোন অভিযোগের হেতু না থাকে।

উপকারিতা

উপকারিতা সম্বন্ধে পূর্ব্বেই কতকটা ইঙ্গিত করা হইয়াছে। প্রথমতঃ প্রত্যেক গণতন্ত্রমূলক স্বাধীন দেশ মাত্রেই লোক-সংখ্যা লঘিষ্ঠ ও গরিষ্ঠতার উপর সম্প্রদায় হিসাবের সুবিধা ও দাবী-দাওয়া বহুল পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। বহু বিবাহের প্রচলনের ফলেই ভারতের কোন কোন প্রদেশে মুসলমানগণ আজ সংখ্যা-গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছে ও হইতে চলিয়াছে। যে ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, ইতালি ও জাপান "জন্মশাসন" নীতির নামে আনন্দে বিহ্বল হইত, এবং সকল সামাজিক সমস্যার একমাত্র সমাধান বলিয়া মনে করিত, সেই জনপদ গুলিই আজ লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির নানা উপায় অবলম্বন করিতেছে। নিম্নে উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটী পন্থার নাম উল্লেখ করা গেল:—

(১) প্রাপ্ত বয়স্ক উপার্জ্জনক্ষম অবিবাহিত যুবক যুবতীকে বার্ষিক নির্দ্দিষ্ট হারে কর দিতে হইবে।

(২) বহু সন্তানের জনক-জননীর ভরণ পোষণের জন্য নানা প্রকার প্রয়াস।

(৩) গরীব অথচ বহু সন্তান-সম্পন্ন জনক-জননীর জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা।

(৪) বহু সন্তান লাভ করিবার উপায় নির্ণয় ও তৎসম্পর্কে গবেষণা।

কিন্তু দুঃখের বিষয় লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান উপায় যে বহু স্ত্রী গ্রহণ তাহা আজ পর্য্যন্ত লোকে সম্যক রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছে না। তবে আশা হয় যে অদূর ভবিষ্যতে তাহারা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে।

দ্বিতীয়তঃ বহু বিবাহের অন্য উপকার এই যে, ইহা দ্বারা সামাজিক ও ব্যক্তিগত পবিত্রতা ও নিষ্কলঙ্কতা রক্ষা হয়। ইউরোপে যে বহু নারী ঘৃণ্য গণিকা বৃত্তি অবলম্বন করে তাহার মূলে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উপযুক্ত স্বামীর অভাব। স্বামীহীন নারী, বিশেষতঃ অল্প-বয়স্কা যুবতী নারী—বাস্তবিকই সমাজের কলঙ্ক ও বোঝা। যদি বহু বিবাহ প্রথা সমাজে প্রচলন থাকিত তবে সমাজের পবিত্রতা পূর্ণভাবে রক্ষিত ও সঞ্চিত থাকিত।

বহু বিবাহ কেবল সামাজিক পবিত্রতাই রক্ষা করিতে সমর্থ তাহা নহে ব্যক্তিগত চরিত্রের নির্ম্মলতা ও নিষ্কলঙ্কতা রক্ষা করিতেও ইহা তুল্যভাবে সমর্থ। ইহার অভাবেই অবুঝ ও দায়ীত্ব-জ্ঞানহীন স্বামী ক্ষণিক প্রলোভনে ও ইন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তী হইয়া কুকার্য্য করিয়া ফেলে। এরূপ কুকার্য্যের ফলে ব্যক্তিগত জীবনের বিশুদ্ধতা ও নির্ম্মলতা চিরতরে বিলীন হইয়া থাকে। অবশেষে মানুষ পশুর স্তরে নামিয়া আসে। পৃথিবীতে কাম প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট বিভিন্ন স্তরের মানুষ আছে। যৌন শাস্ত্রবিদগণ কাম-প্রবৃত্তি বিশিষ্ট মানুষকে কয়েকটী শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যে-সকল ব্যক্তির যৌন প্রবৃত্তি অতিশয় প্রবল ও অদমনীয় তাহাদের পক্ষে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য, অন্যথা তাহাদের পক্ষে চরিত্র ভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কা যথেষ্ট প্রবল।

তৃতীয়তঃ ইসলামের বিধি-ব্যবস্থা অনুযায়ী একাধিক বিবাহে যে কেবল ব্যক্তি বিশেষের উপকার হয় তাহা নহে ইহা দ্বারা আত্মসংযমের ও আত্মশুদ্ধিরও সুবিধা হয় যথেষ্ট। কথায় বলে "Home is the proper training ground for future Citizen" অথবা "Charity begins at home" কাজেই যে ব্যক্তি বহু স্ত্রী সম্পন্ন গৃহে সুচারু ও সুষ্ঠামভাবে স্বামীর কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারে, সে যে দায়ীত্বপূর্ণ নাগরিক জীবনের কর্ত্তব্য সেরূপ অবহিত চিত্তে সম্পাদন করিতে পারিবে সে-বিষয়ে সন্দেহের লেশ নাই। দায়ীত্বপূর্ণ ব্যবসা (Public life) ও নাগরিক জীবনে অন্ততঃ পক্ষে নিম্নলিখিত গুণগুলির সমাবেশ থাকা অত্যাবশ্যক।

(ক) নিরপেক্ষতা।

(খ) নিষ্কামভাব।

(গ) কল্পনাশক্তির প্রখরতা বা দূরদৃষ্টি।

(ঘ) অন্যের মতিগতি ও মনোভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখা।

এই সকল গুণনিচয় বহু স্ত্রী সম্পন্ন গৃহেই অর্জ্জন করা সম্ভবপর, কারণ এরূপ গৃহে স্বামীকে সকল সময়েই সাবধানতা ও দৃঢ় দৃষ্টির সহিত কাজ করিতে হয়।

(খ)

কয়েকটী উপদেশ

বহু বিবাহ করিতে ইচ্ছুক স্বামীকে কয়েকটী বিশেষ নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। এরূপ মানার ফলে কেবল যে ইহার বিপক্ষে আপত্তি গুলিরই খণ্ডন হইয়া যায় তাহা নহে, ইহা দ্বারা ইসলামের অনুশাসনের প্রতিও সম্মান, তথা হজরত রসুল করীম (ছাঃ) ও হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) প্রতিও যথেষ্ট শ্রদ্ধা দেখান হয়। ইহা দ্বারা এই লোক চক্ষে ভীতিকর প্রথাও ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে অশেষ মঙ্গলের কারণ হইয়া পড়ে। নিয়মগুলি সংক্ষেপে এই:—

(ক) **প্রস্তুতি করণ**:—একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক স্বামীকে নিজ বাক্য ও চরিত্র দ্বারা প্রথমা স্ত্রীর মনে

বিশ্বাস জন্মাইতে হইবে। নিজ ব্যবহার দ্বারা প্রথমা স্ত্রীকে বুঝিতে দিতে হইবে যে, দ্বিতীয়া স্ত্রী আসিলে প্রথমা স্ত্রীর কোন প্রকার অনাদর ও অযত্ন হইবে না, বরং আদর যত্ন বাড়িতে পারে।

(খ) **দায়ীত্ব উপলব্ধি**:—একাধিক স্ত্রী গ্রহণে ইচ্ছুক স্বামীকে, দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণের গুরুত্ব, দায়ীত্ব সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা রাখিতে হইবে। ক্ষণিকের প্রলোভন ও উত্তেজনার প্রভাবে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করা নির্ব্বুদ্ধিতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। অর্থ নৈতিক দিক সম্পূর্ণরূপে বিবেচনা করিতে হইবে। "কি কারণে বিবাহ করিতে যাইতেছি" "এই দ্বিতীয় বিবাহ না করিলে কি ক্ষতি" ইত্যাদি বিষয়গুলি পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বা ভগিনী বা ভগ্নীপতির সহিত আলোচনা করিতে পারেন। যদি তাঁহারা সকলেই নিরপেক্ষ ভাবে উভয় পক্ষের যুক্তি তর্ক শুনিয়া দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করাই সাব্যস্ত করেন তবে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিতে সম্মত হইবেন নতুবা নহে।

(গ) প্রথমা স্ত্রীর সম্পত্তি

যতদূর সম্ভব দ্বিতীয় বিবাহ প্রথমা স্ত্রীর সম্মতি লইয়া করিতে হইবে। যদি প্রথমা স্ত্রী স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহে অনুমতি দান করেন তবেই মঙ্গল, সকল দিক বজায় থাকিবে। নচেৎ সংসার ধর্ম্ম পালন করা কঠিন হইয়া পড়ে।

দ্বিতীয় স্ত্রীকে প্রথম হইতেই বুঝিতে দেওয়া উচিত যে তাহাকে ইন্দ্রিয় বৃত্তি পরিতৃপ্ত করিতে আনা হয় নাই, খোদাভক্তি অধিকতর সঞ্জীবিত ও দৃঢ়তর করিবার জন্যই আনা হইয়াছে। তাহাকে আরো বুঝিতে দিতে হইবে * যে তাহাকে প্রথমা স্ত্রীর সহিত একান্ন পরিবারে থাকিতে হইবে, এবং সকল বিষয়ে সে প্রথমা পত্নীর সাহায্যকারিণী হইবে। সাংসারিক প্রধান প্রধান কাজ গুলি প্রথমা স্ত্রীর উপর ছাড়িয়া দিয়া অবশিষ্ট কাজ গুলি দ্বিতীয়া বা তৃতীয়া স্ত্রীর উপর ছাড়িয়া দিতে হইবে।

স্বামী প্রথমা স্ত্রীকে প্রধানা গৃহিণী বলিয়া মনে করিবেন। এবং অন্যান্য স্ত্রীকে তাহারই সাহায্যকারিণী (Assistant) বলিয়া মনে করিবেন। † বড় বড় ক্রিয়া কলাপ উপলক্ষে সমস্ত স্ত্রীর সহিত পরামর্শ লইয়া কাজ করিবেন।

(ঘ) দান ও উপহার

দান ও উপহার বিষয়ে স্বামী সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইয়া চলিবেন। খাওয়া দাওয়া ও ধর্ম্ম কর্ম্মাদি যথা নামাজ একসঙ্গে ও বাজামাত করিবেন। যদি কলহ বিবাদ হয় তবে স্বামী কাহারও পক্ষ লইবেন না, এবং প্রকাশ্যে কোন স্ত্রীর ভর্ৎসনা করিবেন না। অবসর সময়ে নির্জ্জনে অপরাধী স্ত্রীকে বুঝাইবেন এবং অত্যাচারিত স্ত্রীকে সান্তনা দিবেন। (বোধ হয় এরূপ স্থলে স্বামীর পক্ষে মিঃ গান্ধীর মত অনশন ব্রত গ্রহণ করা নিতান্ত অশোভনীয় হইবে না ; ইহাতে উভয় স্ত্রীর দিব্য চক্ষু ফুটিবে)।

(ঙ) 'পালা' পালন

স্বামী "পালা" সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিবেন। পীড়াও দৈহিক সম্পূর্ণ অসমর্থতা ব্যতীত নিয়মিত ভাবে 'পালা' রক্ষা করিয়া চলিবেন, অন্যকথা সকল স্ত্রীই যেন মনে করে, স্বামী আমাকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাল বাসেন।

(চ) পুত্র কন্যার তত্ত্বাবধান

নিতান্ত শিশু না হইলে দ্বিতীয়া স্ত্রীর পুত্র কন্যার ভার প্রথমা স্ত্রীর উপর ন্যস্ত থাকিবে ও প্রথমা স্ত্রীর পুত্র কন্যার ভার দ্বিতীয়া স্ত্রীর উপর যেন এ সম্বন্ধে কোন প্রকার পক্ষ পাতীত্বের অভিযোগ না উঠে।

(ছ) কন্যার শিক্ষাদান

মাতা বাল্যকাল হইতেই কন্যাকে বুঝাইয়া দিবেন যে সপত্নী কোন প্রকার "রাক্ষসী" বা "ডাইনী" নহে। সে জ্যাষ্ঠা বা কনিষ্ঠা ভগ্নি সদৃশ এবং তদ্রূপ শ্রদ্ধা বা ভালবাসা পাইবার উপযুক্ত।

(জ) সম সাময়িক বহু স্বামী গ্রহণ

এখন প্রশ্ন হইতে পারে সমসাময়িক বহু স্ত্রী গ্রহণ যদি দোষণীয় না হয় তবে বহু স্বামী গ্রহণ করা দোষণীয় কেন হইবে। কারণগুলি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়:— (ক) সামাজিক দিক দিয়া (খ) দৈহিক দিক দিয়া (গ) মনঃস্তত্ত্বের দিক দিয়া।

(ক) **সামাজিক দিক দিয়া**:—সামাজিক দিক দিয়া এই সমসাময়িক বহু স্বামী গ্রহণ প্রথা সম্পূর্ণ দোষণীয়। প্রাচীন আর্য্যসমাজে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে আরবদিগের মধ্যে এই প্রথা বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল। তির্ব্বতের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই প্রথার ফলে যে কেবল সমাজ অপবিত্র ও দুষ্ট হয় তাহা নহে, গৃহে অশান্তি ও অরাজকতা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। পুরুষ যে ভর্ত্তা ও স্ত্রী যে ভর্ত্তা এই যুগ যুগান্তরের সামাজিক নিয়মের বিপর্য্যয়, শিথিলতা ও ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। সন্তানের প্রকৃত পিতা কে, তাহা সঠিক না জানা হেতু, সরকার হইতে ঐ নিরাশ্রয় শিশুগুলির ভরণপোষণ ও লালন-পালনের যদি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা না হয় তবে ঐ সকল শিশুর অকালে ও অনাহারে মৃত্যু মুখে পতিত হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা থাকে।

(খ) **মনঃস্তত্ত্বের দিক দিয়া**:—মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের দিক দিয়া এই প্রথা বিশেষ দোষণীয়। বিভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট একাধিক স্বামীকে সন্তুষ্ট করিতে হয় বলিয়া হতভাগ্য স্ত্রীর জীবন বাস্তবিকই অতিশয় দুঃসহ ও ভারবহ হইয়া পড়ে। কাজেই মানসিক বিক্ষুপ্তি (Mental distraction) ঘটিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। ফলে উন্মাদনা, মৃগী, হৃতকম্প ইত্যাদি

---

* বোধ হয় এরূপ ব্যবস্থা বিবাহের পূর্ব্বেই পাত্রীর অভিবাবকের সহিত করিলেই আরো অধিকতর সুখপ্রদ হয়।

† উপমা স্বরূপ প্রাদেশিক লাট সাহেবের সহিত প্রধান ও অন্যান্য মন্ত্রীর সম্বন্ধের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। যেরূপ প্রধান মন্ত্রী নিজের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ব্যতীত (Port-folio) অন্যান্য মন্ত্রীর কার্য্য পদ্ধতির জন্যও মোটা-মোটি ভাবে দায়ী, সেরূপ প্রধানা স্ত্রী নিজের নির্দ্দিষ্ট কাজ ব্যতীত অন্যান্য সপত্নীর কার্য্যের জন্যও মোটামুটি ভাবে দায়ী থাকিবেন। এমন কি আবশ্যক হইলে প্রথমা স্ত্রীর অভিযোগের উপর ভিত্তি করিয়া অনুসন্ধান করতঃ যথাবিহিত ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। স্বামী প্রথমা স্ত্রীর সম্ভ্রম যাহাতে সর্ব্বথা বজায় থাকে সে দিকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন।

মানসিক রোগ হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা থাকে। এতদ্ব্যতীত গণোরিয়া, সিভিলিস ইত্যাদি ঘৃণিত রোগ সমূহের প্রাদুর্ভাবও বিরল নহে। অবসর অভাবে এবং আনন্দ ও প্রফুল্লতার অবর্ত্তমানে স্ত্রীর অকাল মৃত্যু হইবারও যথেষ্ট আশঙ্কা থাকে।

(গ) **দৈহিক দিক দিয়া :**—সমসাময়িক বহু স্বামী গ্রহণ প্রথা স্বাস্থ্য ও শরীর তত্ত্ব বিদ্যার দিক দিয়াও বিশেষ দোষণীয়। প্রাকৃতিক বিধান অনুসারে এক রমণীতে একই সময়ে একাধিক স্বামী উপগত হইতে পারে না। পশু পক্ষী বিশেষতঃ সিংহ, ব্যাঘ্র জাতীয় উচ্চতর ইতর প্রাণীর জীবন কাহিনী পর্য্যালোচনা করিলেও এই বাক্যের সত্যতা সম্পূর্ণ উপলব্ধি হয়। ঐ সকল স্ত্রী-পশু একই সময়ে একাধিক পুং পশুর উপগত হয় না। এরূপ করিলে ঐ স্ত্রী পশুর সন্তান উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, ঐশক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ ও হ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকে। শারীরিক অবসাদের কথা ইতি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

উপসংহার

উপরের আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হইবে বহু বিবাহকে সকল সময়ে "আইনের ব্যতিক্রম" বলিয়াই ধরা হইবে। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও হজরত প্রতিশ্রুত মসিহের (আঃ) ব্যবস্থা অনুযায়ী কোন বিশেষ কারণে ও বিশেষ ক্ষেত্রে এবংপ্রকার বিবাহ করা যাইতে পারে। এক পত্নীই সাধারণ নিয়ম বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। বহু বিবাহের বিপক্ষে যে সকল ওজর আপত্তি করা হয় উহাদের অধিকাংশই ভিত্তিহীন ও কাল্পনিক। সংসারে অশান্তির প্রধান কারণ বহু বিবাহ নহে স্বামীর কৌশল ও নৈপুণ্যের অভাব। বহু বিবাহ বহু পরিমাণে স্বামীর চরিত্র গঠনে সহায়ক। সমসাময়িক বহু স্বামী গ্রহণ নৈতিক ও স্বাস্থ্যের দিক দিয়া যথেষ্ট ক্ষতিকর।

(ক্রমশঃ)

আহমদী মাতার আদর্শ ছেলে

ছোট্ট তুমি জিয়াউল হক
ছোট্ট তোমার হাসি
হাসিতে মোর জাগায় প্রাণে
স্বপন রাশি রাশি।

তুমি হবে দ্বীপের তারা
অন্ধে করবে চাঁদ-ইশারা
পৃথিবীর লোক পাইবে সাড়া
তোমার আলো হ'তে—
বিপথগামী পাইবে 'সিরাত'
চলবে সরল পথে।

ছোট্ট তুমি জিয়াউল হক
ছোট্ট তোমার কান্না
পৃথিবীর লোক রোদন করে—
দুঃখ খোদা আর না!

জিয়াউল হক কান্না-শপথ
করছ নাকি করতে জগৎ
সুখের, শান্তির, সুন্দর, সৎ
যেমন সরগ ধাম
জিয়াউল হক করবে প্রচার
আহমদের নাম।

—আবেদা দেবি

পুত্র উৎসর্গ

উঠ বৎস, অতি ভোরে দাও হে আজান,
পড় নামাজ, পড় দুরুদ, পড়হ কোরাণ।
এ সব কাজেতে হেলা করো না কখন,
পিতা মাতার কথা শুন পেয়ারা "রওশন"।
মনোযোগ লেখা পড়ায় করহ নিবেশ,
বিদ্যা শিক্ষা ফরজ বৎস খোদার আদেশ।
বিছ্‌মিল্লা বলিয়া যত আরম্ভিও কাজ,
খোদা রছুলের কাজে না করিও লাজ।
অজু-গোছল ফরজ যত করিও পালন,
এ সব কাজেতে শয়তান রহিবে দমন।
শেষ রাত্রে উঠে বৎস পড় তাহাজ্জত,
খোদার নিকটে তোমার বাড়িবে ইজ্জত।
ফরজ ওয়াজেব আর সুন্নত ও নফল,
পালন করিয়া জীবন করহ সফল।
মহম্মদ (দঃ) নুরনবী নবীদের সর্দ্দার,
পড়হ দুরুদ তাঁহার পাইবে উদ্ধার।
মসি মাউদ (আঃ) মহাপুরুষ নবী জামানার,
মহম্মদের (দঃ) গোলাম তিনি পেয়ারী আমার।
দরুদ তাহার বৎস করহ আদায়,
নিজেকে করিয়া কোরবাণ খোদার রাহায়।
তাহার হুকুম হাকাম করিয়া পালন,
ইসলামের রাখিতে মান করহ যতন।
দুর্ভাগা বাংলাদেশ না বোঝে কোরাণ,
খোদা রছুলের বাক্যে না রাখে ইমান।
জামানার ইমাম হেথায় না করে কবুল,
মসি মাউদ নবী আল্লার মনে করে ভুল।
এ হেন দেশে জন্ম করিয়া গ্রহণ,
তবলীগেতে জীবন দান করহ "রওশন"।
কোরবাণ করেছি তোমারে খোদার রাহায়
কবুল করহ খোদা আমার এ বাছায়!

ডাঃ মোহাম্মদ ইউছুফ—যশোহর

জগৎ আমাদের

পাবনায় তবলীগ—পাবনা হইতে আমাদের ভ্রাতা মৌলবী আলী কাসেম খাঁ চৌধুরী সাহেব মৌলবী ফাজেল, সাবইন্‌স্‌পেক্টার অব পুলিশ জানাইয়াছেন যে, খোদাতালার ফজলে সম্প্রতি তথায় দুইজন লোক আহমদীয়ত গ্রহণ করিয়াছেন। বন্ধুগণ তাঁহাদের ইমানের দৃঢ়তা ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য এবং সেখানে আমাদের সিলসিলার আরো প্রসারের জন্য দোয়া করিবেন।

পটুয়াখালীতে তবলীগ—পটুয়াখালী হইতে সেখানকার আঞ্জোমনে আহমদীয়ার সেক্রেটারী ডাক্তার তোফায়েল আহমদ সাহেব জানাইয়াছেন যে তথায় মৌলবী মোহাম্মদ সাঈদ সাহেব—মোবাল্লেগ বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়া কিছুকাল থাকিয়া তবলীগ করার ফলে নূতন ভাবে আহমদীয়তের সাড়া পড়িয়াছে এবং স্থানীয় আহমদীগণের মধ্যেও একটা নূতন প্রেরণা জন্মিয়াছে। বন্ধুগণ দোয়া করিবেন যেন আল্লাহ্‌তালা এই সাড়া ও প্রেরণা কায়েম রাখেন।

প্রাদেশিক মোবাল্লেগ—বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়ার মোবাল্লেগ মৌলবী মোহাম্মদ সাঈদ সাহেব কিছুকাল পটুয়াখালী তবলীগ করার পর কৃষ্ণনগর (নদীয়া) গমন করিয়াছেন। তথায় বর্ত্তমানে খুব মোখালেফাত (বিরুদ্ধাচারণ) হইতেছে এবং আহমদীদিগকে নির্য্যাতিত করিবার জন্য নানারূপ ষড়যন্ত্র করিতেছে। বন্ধুগণ তথাকার সকল আহমদীগণের নিরাপত্তার জন্য দোয়া করিবেন। মোলবী সাহেব পটুয়াখালী হইতে কৃষ্ণনগর যাওয়ার পথে বরিশাল হইয়া গিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার তবলীগের ফলে খোদাতা'লার ফজলে কতিপয় যুবক আহমদীয়তের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছেন। বন্ধুগণ তাহাদের হেদায়ত বা সৎ-পথ প্রাপ্তির জন্য দোয়া করিবেন।

দোয়ার আবেদন

পটুয়াখালীর জনৈক আহমদী ভ্রাতা মুন্সি সুফীউদ্দিন আহমদ সাহেবের বিরুদ্ধে তথাকার জনৈক গয়ের আহমদী এক মিথ্যা মোকদ্দমা দায়ের করিয়া তাঁহাকে প্রায় ৫০০৲ টাকার মত ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে। ফলে তিনি তাহার এক ঘর বিক্রি করিয়া উক্ত টাকা পরিশোধ করিয়াছেন এবং সম্প্রতি এক ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার এই মুশ্‌কেলাত হইতে উদ্ধারের জন্য এবং তাঁহার ব্যবসার উন্নতির জন্য দোয়া করিতে সকল আহমদী ভ্রাতাগণের খেদমতে আবেদন জানাইতেছেন। বন্ধুগণ তাঁহার জন্য দরদে-দিলের সহিত দোয়া করিবেন।

নবী দিবস

দেবগ্রাম—গত ৬ই এপ্রিল রবিবার দিন ক্রোড়ুরা, বাশুদেব ও দেবগ্রাম খরমপুর আঞ্জোমানে আহমদীয়ার মেম্বারগণ একত্র মিলিত হইয়া দেবগ্রামে, মরহুম মৌলবী মোহাম্মদ দৌলত খাঁ উকীল সাহেবের বাড়ীতে নবী দিবস উপলক্ষে এক ওয়াজের মাহফিল হইয়া গিয়াছে। উক্ত মাহফিলে মৌলবী হাদয়র আলী ভূঞা সাহেব ও মুন্সী ফজলুর্‌রাহমান ভূঞা সাহেব নবী করিম (ছাঃ) এর জীবনী ও শিক্ষা উপস্থিত সকলের নিকট বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন।

কৃষ্ণনগর—গত ৬ই এপ্রিল কৃষ্ণনগরে (নদীয়া) নবী দিবস উপলক্ষে এক সভার অনুষ্ঠান হয়। মৌলবী গোলাম রব্বানী ও মৌলবী এলাহী বখ্‌শ্‌ সাহেব সভায় হজরত রসুল করীমের (ছাঃ) পূত জীবন-চরিত ও মহান শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। এই উপলক্ষে হজরত রসুল করীমের (ছাঃ) জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে কতিপয় পুস্তিকাও বিতরণ করা হইয়াছে।

নোটীশ

আমাদের সকল আহ্‌মদী ভাইদিগের খেদমতে নিবেদন এই যে, তাঁহারা আগামী ২৬শে মে তারিখে হজরত মসিহ্‌ মাউদ ইমাম মাহ্‌দীর (আঃ) পবিত্র জীবনী ও তাঁহার শিক্ষার বিষয় আলোচনা করিবেন। স্থানীয় মেম্বারদের সহযোগে মিটিং করিয়া ব্যক্তিগত ভাবে, গয়ের-আহ্‌মদী ও অমোসলমানদের নিকট তাঁহার পবিত্র জীবনীর বিষয় আলোচনা করিয়া বা তাহার জীবনী সংক্রান্ত পুস্তিকাদি বিতরণ করিয়া এই শুভ কার্য্য সম্পাদন করিবেন। আশা করি, সকল বন্ধুগণ এ বিষয়ে তৎপর হইবেন।

"আহ্‌মদ চরিত" পুস্তক বাংলা ভাষায় এবং Life and Teachings of Hazrat Ahmad ইংরেজী ভাষায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়া (৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা। হইতে পাওয়া যাইতে পারে। মাত্র দুই আনার ডাক টিকেট পাঠাইলে উল্লিখিত দুই খানাই এক কপি করিয়া পাওয়া যাইতে পারে।

জেনারেল সেক্রেটারী,
বঃ, প্রাঃ, আঃ, আঃ, ঢাকা

THE FORTNIGHTLY AHMADI

বার্ষিক চাঁদা—৩৲ প্রতি সংখ্যা—৵০ Regd. No. C.—1356

হাদীছুল-মাহদী

এই গ্রন্থে হজরত ইমাম মাহদী ও মসিহ্-মাউদ সংক্রান্ত যাবতীয় জটিল সমস্যার সমধান পেশ করা হইয়াছে। ইহাতে আহমদীয়া জমাতের প্রতিষ্ঠাতা হজরত মীরজা গোলাম আহমদ আঃ-এর প্রতি মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের যাবতীয় এতেরাজের অকাট্য জওয়াব দেওয়া হইয়াছে। সত্যান্বেষী প্রত্যেক মোসলমান ভ্রাতার ইহা এক বার পাঠ করা উচিত। প্রত্যেক আহমদী ভ্রাতার নিকট ইহার এক কপি থাকা অপরিহার্য্য। মূল প্রতি কপি ২৲ টাকা। জিল্‌দা-করা কপি ২৷৷০ টাকা। ডাক-মাশুল প্রতি কপি ৷৷০ আনা। একত্রে একাধিক কপি লইলে ডাকা-খরচ কম লাগিবে। সত্বর অর্ডার দিন, নতুবা ফুরাইয়া গেলে পরে আফসোস করিবেন।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

ম্যানেজার, বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়া

৪নং বক্সিবাজার, ঢাকা

—বিশুদ্ধতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদ প্রতিষ্ঠান—

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

ব্রাঞ্চ—
ভারতের সর্ব্বত্র
এজেন্সী—
পৃথিবীর সর্ব্বত্র

পত্র লিখিলে বিনা মূল্যে
"স্বাস্থ্যরক্ষা ও গৃহ-চিকিৎস"
এবং "আরোগ্যের পথ"
প্রেরিত হয়।

অধ্যক্ষ—যোগেশচন্দ্র ঘোষ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এম্-এ এফ্-সি-এস্ (লণ্ডন), এম্-সি-এস্ (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

যাবতীয় আয়ুর্ব্বেদ ঔষধ আমার নিজ তত্ত্বাবধানে উৎকৃষ্ট উপাদানে প্রস্তুত হয়।

মৃতসঞ্জীবনী (রেজিষ্টার্ড)—বিদেশী ঔষধের মোহমুক্ত হইয়া দেহকে সুস্থ, সবল ও কর্ম্মিষ্ঠ করিতে হইলে এই মৃতসঞ্জীবনী একমাত্র অবলম্বনীয়। প্রসূতিকে সেবন করাইতেই হইবে। জ্বর, সূতিকা, বাত, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, রক্তাল্পতা, রোগান্তে দৌর্ব্বল্য ইত্যাদি অবস্থায় সর্ব্বদা প্রযোজ্য। মূল্য বড় বোতল ৪৷৷০, মধ্যম ২৷৷০ ও ছোট ১৷৷০ মাত্র।

মকরধ্বজ (বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত)—প্রতি তোলা ৪৲ টাকা, সপ্তাহ।০ আনা। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ অনুপানবিশেষে সর্ব্বরোগ দূর করে। ইহা ত্রিদোষের শান্তি করে। সকল রোগে মকরধ্বজের অনুপানবিধি-পুস্তিকা—মূল্য ⁄০ এক আনা।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাস—বহু অর্থ ব্যয় করিয়া চ্যবনপ্রাস প্রস্তুতের এক পৃথক বিভাগ খোলা হইয়া হইয়াছে এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট আমলকী, বংশলোচন এবং অন্যান্য উপাদানে পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করিয়া চ্যবনপ্রাস প্রস্তুত হইতেছে। সর্দ্দি, কাসি, যক্ষ্মা দুর্ব্বলতা, স্মরণশক্তিহীনতায় প্রযোজ্য। ইহা পুষ্টিকর খাদ্যবিশেষ। মূল্য ৩৲ টাকা সের।

শুক্রসঞ্জীবন (রেজিষ্টার্ড)—ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে আজ জাতি ক্ষীণ, দুর্ব্বল ও স্বল্পায়ু হইয়া পড়িয়াছে। যৌবনসুলভ জীবনশক্তি, তেজ ও কান্তি বর্দ্ধনে অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য ১৬৲ সের।

সর্ব্বজ্বর বটী (রেজিষ্টার্ড)—যে কোনও জ্বররোগে অব্যর্থ ঔষধ বলিয়া বহু পরীক্ষিত। জ্বরের এইরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। মূল্য ১৬ বটী ১৲; ৫০ বটী ২৸০; ১০০ বটী ৫৲; ১০০০ বটী ৪৫৲ টাকা।

Printed by D. N. Chakraborty at the Wari Printing Works, Dacca and Published & Edited by Abdur Rahman Khan B. A. from the Wari Printing Works, Wari Dacca. (Bengal).